দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 JAN 1993
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭

## কিণ্ডারগার্টেনে শিক্ষা সমস্যা

সুশিক্ষার প্রত্যাশায় আমরা সন্তানদের বেশী বেতন দিয়া কিণ্ডারগার্টেনে ভর্তি করাই। অথচ দেখা যায়, লেখা-পড়ার চাইতে এখানে অর্থকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে ইহাদেরকে খুব সহজেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলিয়া আখ্যায়িত করা যায়।

সরকার আগামী ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়াছেন যাহাএকটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ইহাছাড়া সরকার এই কর্মসূচীর সূত্র ধরিয়া সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করিয়াছেন এবং এই নামের তালিকায় সাভার থানার নাম রহিয়াছে সর্বাগ্রে। কিন্তু সরকার বর্তমানে কিণ্ডারগার্টেনগুলিতে বিনামূল্যে বই বিতরণ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য পূর্বে বিনামূল্যে বই দেওয়া হইলেও প্রাইমারীসহ বিভিন্ন কিণ্ডার গার্টেনে টাকা দিয়া বই লইতে হইত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে। অভিভাবকরা ইহার প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও টাকা নেওয়ার পদ্ধতি অব্যাহত রহিয়াছে। ইহাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের বই পাইতেও অনেক বিলম্ব হইয়া যায়, যাহার ফলে তাহাদের লেখা-পড়ায় বিঘ্ন ঘটে। তাই সরকারী-বেসরকারীসহ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা শীঘ্রই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বই পাইতে পারে, কোন প্রতিষ্ঠান যেন শিক্ষার নামে মুনাফা লুটিতে না পারে এবং 'সবার জন্য শিক্ষা' শ্লোগানটি যেন বাস্তবে সফলতা লাভ করিতে পারে সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

—প্রদীপ সাহা, কাজী মোকমাপাড়া সাভার, ঢাকা।